অন্ধকারের অলো

আজ সকালে পেপার পড়ে জানতে পারলাম ১৪ দল নির্বাচন থেকে সরে এসেছে এবং ৪ দল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নির্বাচন করবে বলে গো ধরেছে। খবরের কাগজটি পড়ার পর থেকেই রাজনীতিবিদদের প্রতি আমার সমস্ত সম্মান, সমস্ত ভাল অনুভুতিগুলি নষ্ট হয়ে গেল। আজ আমি অত্যন্ত দুক্খ ভরাক্রান্ত মনে বলতে চাই, "হে রাজনীতিবিদেরা আমি তোমাদের ঘৃণা করি"। তোমাদের প্রতি আমার এই অনুভুতিটুকু হয়ত আগেও ছিল কিন্তু প্রকাশ পায় নি বা মুখে আসে নি। আজ আমি অত্যন্ত স্বস্থি বোধ করছি যে আমি সেই কথাটি প্রকাশ করতে পারলাম। তোমরা সবাই স্বার্থপর। তোমরা কেউই দেশের জন্য বা জনগণের জন্য রাজনীতি কর না। এসবি তোমাদের মুখের বুলি। প্রত্যেক্যেই নিজের স্বার্থে, নিজেদের স্বার্থে রাজনীতি কর। আজ আমি প্রকাশ্যে বলতে চাই তোমরা রাজনীতিকে একটি বিনা পুজির ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান বানিয়েছ। তোমরা তোমাদের নিজেদের স্বার্থে দেশমাতৃকাকে অহরহ ধর্ষন করে যাচ্ছ। আমি যদি আমার অতি সামান্য জ্ঞানে তোমাদের ভুলগুলি বুঝতে পারি তোমরা কেন পারবে না। আজ আমার বিশ্বাস স্থায়ী হলো যে তোমরা সব্ই বুঝতে পার কিন্তু তোমরা ইচ্ছে করে অন্যায়গুলি করে যাও। ছি: তোমরা না ভোটের আগে পোষ্টারে বড় বড় করে লিখতে "আমাকে ভোট দিয়ে জনসেবার সুযোগ দিন"। এই তোমাদের সেবার নমুনা? তোমরা পাপী, মহাপাপী। তোমাদের কোন মাফ হবে না। যদি পরকাল বলে কোনকিছু থাকে তবে তোমরা চিরকাল নরকের বাসিন্দা হবে। যদি পরজন্ম বলে কিছু থাকে তবে তোমারা বিষ্ঠার কিট হয়ে জন্মাবে আর যদি এই পৃথিবী অবিনশ্বর হয় তবে তোমরা নির্বংশ হও। তোমাদের ছায়া যেন পৃথিবীতে না থাকে। আমরা সাধারণ মানুষ; আমরা অন্যায় করলে আমাদের সাধারণ শাস্তি হবে তোমরা আমাদের প্রতিনিধি তোমরা অসাধারণ, তোমাদের শাস্তিও হতে হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

উফ কি যে কষ্ট হচ্ছে এই লেখাটুকু লিখতে তা বলার মতো নয়। প্রতিটি অক্ষরকে আমার বুকের একবিন্দু রক্ত করে মনে হচ্ছে। বিশ্বাস করো আমি বুঝতে পারলেও বিশ্বাস করতে চাইনি যে তোমরা এতো খারাপ। আমি প্রমান পেলেও তোমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বলে ভেবেছি কিন্তু কি নির্মম সত্যি তোমরা সমস্ত অপরাধ্ই ইচ্ছাকৃতভাবে করো।

তোমরা জনগণকে বিশ্বাস করো? কখনোই নয়। যদি তাই করতে তবে প্রশাসনকে নিজেদের মতো সাজাতে না, যদি তাই করতে তবে পরিবেশ বা নিরপেক্ষতার ধোয়া তুলে নির্বাচন ভন্ডুলের পায়তারা করতে না। যদি জনগণকেই বিশ্বাস না করো তবে তোমাদের কিসের গণতন্ত্র? আমি বলি না যে ভোট দিই না বা দেব না। কারণ আমি মনে করি যে, "কম খারাপকে ভোট দেয়া বা বেছে নেয়া হয়ত একটি ভাল কাজ বলে গণ্য হতে পারে"। আমি ভেবে এসেছি যে ধীরে ধীরে হয়ত দেশটা ভাল হয়ে যবে। খারাপ মানুষের মধ্যেও ভালোর আবির্ভাব হতে পারে। মিথ্যা সব মিথ্যা। আজ থেকে তোমাদের প্রতি এই আমার অনুভুতি:

তোমরা যা বল মিথ্যা বল
তোমাদের কারো কোন নীতি নেই
তোমরা যা কর নিজেদের স্বার্থে করো
তোমরা নিজেদের ছাড়া মানুষের কথা শোন না
তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে দেখ না

তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কারো কথা ভাব না
তোমাদের মধ্যে দেশ এবং মানুষের প্রতি সুচাগ্র পরিমান ভালবাসাও অবশিষ্ট নেই

তোমরা বলবে যে ভাল মানুষগুলো তাহলে কেন রাজনীতি করে না? তারা কেন ভোটে দাড়ায় না? তোমরা ভুলেগেলে শাহাবুদ্দিন আহমেদ, লতিফুর রহমান, হবিবুর রহমান কিংবা বিচারপতি হাসানকে কিভাবে গালি দিয়েছিলে? তোমরা ভুলেগেলে যেই মাত্র কিছু ভাল মানুষ বলল যে হয় শত প্রার্থী দিন নয়ত আমরাই প্রার্থী হব, আর অমনি তাদের বিরুদ্ধে হৈ হৈ করে উঠলে, সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করলে? এমনকি তাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দিয়ে কোর্টে পর্যন্ত দাড় করালে। তোমাদের মতো কীটদের অত্যাচারে ভাল মানুষদের কি আর এই সব করার মানষিকতা অবশিষ্ট থাকে?
তবুও আজ আমি শত, যোগ্য, ভাল মানুষদের কাছে কর জোরে অনুরোধ করছি। দয়া করে আপনারা আর ঘরে বসে থকাবেন না। বেরিয়ে আসুন। ভোটে দাড়ান। হয়তবা আজ শুধু আমার ভোটটিই আপনি পাবেন কিন্তু নিশ্চিত থাকুন জনগনের এই বিপদে যদি আপনারা তাদের পাশে এসে দাড়ান একদিন নিশ্চই তারাও আপনাদের পাশে থাকবে। আপনাদের জন্য কোন প্ল্যাটফর্ম দরকার নেই। আপনারা প্রত্যেকেই একেকজন আলোক বর্তিকা। আমাদের দেশের আকাশে আজ সুর্যের সমস্ত আলো নিভে গেছে। আপনারা যদি মোমবাতি হয়েও আমাদের কাছে আসেন তবে আমরা অন্তত পথটুকু দেখে চলতে পারব।
আমি এই নিকোষ কালো অন্ধকারের মধ্যে শুধু এতোটুকু আলোই দেখতে পাই।

ডালিম হোসেন
প্রভাষক, ঢাকা।